চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-7

ছোটদের চরিত্র কেমন হবে?

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায়	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ-এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ-এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচীপত্র

মু'মিনের চরিত্রের সাতটি গুণ	৫
ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের চরিত্র কেমন হবে?	৬
এসো নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি	৮
ভুল করলে ভুল স্বীকার করে নেয়া	৯
সুন্দর ও অসুন্দর কথা	৯
বন্ধুত্ব করবো কার সাথে?	১১
অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, পরনিন্দা, পরচর্চা, গর্ব ও অহংকার এবং হিংসা না করা	১৩
চুগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি	১৪
যেসব কারণে গীবত চর্চা হয়	১৫
রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা)	১৬
মুনাফিকী স্বভাব মানুষের সৎ আমল নষ্ট করে দেয়	১৬
একটি ভাল অভ্যাস	১৮
তাড়াহুড়া না করা	১৮
অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করা	১৮
অন্যের প্রশংসা করা ও আত্মপ্রশংসা না করা	১৯
লজ্জাশীলতা ও শালীনতা	১৯
প্রতিটি মুসলিম মেয়ের পর্দা করা সলাতের মতোই ফরয	২০
সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে হবে	২২
কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলা	২২
মানুষের হক (অধিকার) আদায় না করলে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না	২২
একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৩
বিভিন্ন স্টারদের অনুসরণ করা যাবে না	২৪
ছেলেমেয়েদের আপত্তিজনক ফান ও ইভ টিজিং নিষেধ	২৪
প্র্যাঙ্ক (Prank) করা নিষেধ	২৫
ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম	২৭
রিযিক একমাত্র আল্লাহর হাতে	২৭
সুদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ	২৮
সুদ সম্পর্কে রসূল ﷺ এর নির্দেশ	২৮
ঘুষ দেয়া নেয়া, ওজনে কম দেয়া, খারাপ মাল বিক্রয় হারাম	৩০
সম্পদের প্রকৃত মালিকানা কার?	৩০
কখনও কখনও বৈধ কাজ ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়	৩০
অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না	৩১
অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ জীবনে নিয়ে আসতে পারে অশান্তি	৩১

মু'মিনের চরিত্রের সাতটি গুণ

প্রত্যেক মানুষ সফলতা অর্জন করতে চায়। যে যে কাজই করুক, তার ফলাফল যদি ভালো হয়, তবে সে সফলতা লাভ করল। আর যদি তার বিপরীত হয় অর্থাৎ তার কর্মফল যদি ভালো না হয়, তা হলে সে সফলতা লাভ করতে পারল না। এই দুনিয়া দুঃখ ও কষ্টের জায়গা। দুনিয়ায় পূর্ণাঙ্গ সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি নাবী-রসূলরাও নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সূরা 'আল আসর'-এ আল্লাহ বলেন ঃ

> *"সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।"*

এ সূরাটিতে উল্লিখিত চারটি কাজ যে বিশ্বাসের সাথে পালন করবে, তাকে আল্লাহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আমরা সকলে পরকালের যাত্রী। পরকালীন সাফল্য লাভ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। পূর্ণাঙ্গ সফলতা একমাত্র পরকালেই লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দুনিয়াকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো; অথচ পরকাল উত্তম এবং চিরস্থায়ী।' সুতরাং চিরস্থায়ী সাফল্য হচ্ছে জান্নাত লাভ। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাতটি গুণ অর্জন করতে বলেছেন। আর যে মু'মিন এই সাতটি গুণে গুণান্বিত হবে সে জান্নাত লাভ করবে।

অবশ্যই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে। যারা তাদের সলাতে বিনয়ী ও ভীত থাকে। যারা অর্থহীন কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তাদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত দাসীদের কাছে ছাড়া। এদের ব্যাপারে তাদের দোষ ধরা হবে না। অবশ্য যারা এর বাইরে আরও কিছু চায় তারাই সীমালংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। যারা তাদের সলাতের হিফাযত করে। এসব লোকই ফিরদাউস নামক জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা মু'মিনুন ১-১১)

প্রথম গুণ ঃ 'খুশয়ু'-এর সাথে সলাত আদায় করা। সলাত মু'মিনের প্রথম মূল ইবাদত। সলাতে 'খুশয়ু' অর্থ আল্লাহকে উপস্থিত ভেবে অন্তরকে স্থির রেখে সঠিকভাবে সলাত আদায় করা। সলাতে অস্থির ও চঞ্চল হওয়া নিষেধ। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের সময় আল্লাহ তা'আলা নামাযীর প্রতি সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখেন, যতক্ষণ না সলাত পড়ার সময় নামাযী কোনো দিকে দৃষ্টি না দেয়। যখন সে অন্য দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন (আবু দাউদ)।

দ্বিতীয় গুণ ঃ সলাত আদায়ে অত্যন্ত যত্নবান হওয়া। সলাতে যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের জন্য ভেবে নিজের জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে সব সময় চালু রাখা। সলাতের ব্যাপারে কখনো অবহেলা না করা।

তৃতীয় গুণ ঃ অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা। একজন পূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজেকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে রক্ষা করবে। যেসব কথায় জীবনের কোনো উপকার নেই, সেসব কথা থেকে নিজেকে দূরে রাখা অবশ্যকর্তব্য। অহেতুক কথাবার্তায় গুনাহ্ হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

চতুর্থ গুণ ঃ যাকাত প্রদান করা। যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল বিষয়ের একটি। যাকাত প্রদান করা ফরয।

আল্লাহ তা'আলা সলাত আদায়ের সাথে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক মু'মিন যাকাত প্রদান করতে গড়িমসি করে থাকেন। এটা আসলে পূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য নয়। কেউ যদি যাকাত প্রদান না করে, তা হলে কিয়ামতের দিন তার ওই সম্পদ একটি বিষধর সাপ হয়ে তাকে দংশন করতে থাকবে।

পঞ্চম গুণ ঃ ওই সব লোক যারা খারাপ কাজ বা অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে। সুতরাং একজন সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তি পরনারীর এবং পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং সে আল্লাহর ভয়ে নিজেকে সংযত রাখবে।

ষষ্ঠ গুণ ঃ আমানত সম্পর্কে সতর্ক থাকা। আমানত দুই প্রকার। প্রথমত, আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত; দ্বিতীয়ত, মানুষের হক সম্পর্কিত আমানত। শরিয়ত নির্দেশিত সব ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করা হচ্ছে আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত। আর বান্দার হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে কেউ কারো কাছে ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে ফেরত দেয়া, কারো গোপন কথা অন্যের কাছে প্রকাশ না করা।

সপ্তম গুণ ঃ ওয়াদা পূর্ণ করা অর্থাৎ কথা দিয়ে কথা রাখা। ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব। একজন মু'মিন ব্যক্তি কোনো ওয়াদা করলে সে ওয়াদা পালন করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। সেটা যেকোনো ওয়াদাই হোক না কেন। কেউ যদি ওয়াদা করে সেটা রক্ষা না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। মু'মিনের কথা ও কর্ম এক ও অভিন্ন থাকবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের চরিত্র কেমন হবে?

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কতগুলো গুণের উপস্থিতি থাকা কাম্য। এ গুণগুলোই তাদের পূর্ণ আদর্শবাদী বানিয়ে দেয় এবং এ আদর্শবাদ চিরউজ্জ্বল ও বাস্তবায়িত রাখতে পারলেই ইসলামের দেয়া সে মর্যাদা নারী ও পুরুষ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন ঃ

"আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও নারী, ঈমানদার পুরুষ ও নারী, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও নারী, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও নারী, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোযাদার পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও নারী – আল্লাহ তা'আলা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে – আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুর অধিকার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার অধিকার কোন মু'মিনের নেই। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে, সে সুস্পষ্ট বিপথগামিতার মধ্যে লিপ্ত হয়।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৫-৩৬)

এই আয়াত থেকে যেসব গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সেসব গুণাবলী নর-নারীর মধ্যে বর্তমান থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে – তা এখানে খানিকটা ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা যাচ্ছে, যেন আমরা সকলে সহজেই সে

গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।

১. মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী। 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী, অনুগত, বাধ্য। আর কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য। ব্যবহারিকভাবে আল্লাহর আইন পালনকারী অর্থাৎ আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করবো আরা যা করতে নিষেধ করেছেন তা করবো না।

২. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। 'মু'মিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। আর কুরআনী পরিভাষায় কুরআনের উপস্থাপিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নেয়াই হচ্ছে ঈমান। এই অনুযায়ী মু'মিন হচ্ছে সেসব পুরুষ ও স্ত্রী, যারা কুরআনের উপস্থাপিত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসী।

৩. আল্লাহর দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও নারী অর্থাৎ যাদের মন ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর বিধান পালনে সবসময় তৎপর।

৪. সত্য ও ন্যায়বাদী পুরুষ ও নারী। এর অর্থ সেসব লোক, যারা সর্বপ্রকার মিথ্যাকে পরিহার করে আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর হুকুম পালন করে চলে। ফলে তাদের আমলে কোনো প্রকার রিয়াকারী বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে না।

৫. সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও নারী। মূল শব্দ সবর অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করা। এখানে সেসব পুরুষ-নারীকে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর দ্বীন পালন ও তাঁর ইবাদত করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করে, তার উপর দৃঢ় হয়ে অটল থাকে। শত বাধা-বিপত্তির সঙ্গে মুকাবিলা করেও দ্বীন ইসলামের উপর মজবুত থাকে এবং কোনক্রমেই আদর্শ বিচ্যুত হয় না।

৬. আল্লাহর নিকট বিনীত-নম্র পুরুষ ও নারী অর্থাৎ যারা অন্তর, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছু দিয়ে আল্লাহর বিনীত ইবাদত করে। 'খুশূয়ূন' অর্থ প্রশান্তি, স্থিতি, প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিনয়, ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ।

৭. দানশীল পুরুষ ও নারী অর্থাৎ যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ও অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের দান করে।

৮. রোযাদার পুরুষ ও নারী অর্থাৎ যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সিয়াম পালন করে, যে সিয়ামের ফল হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেযগারী লাভ এবং যার মাধ্যমে ক্ষুধা-পিপাসার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষভাবে ও তার জন্যে ধৈর্য ধারণের শক্তি অর্জন করতে পারেন।

৯. আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও নারী অর্থাৎ যারা আল্লাহকে কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না, সে তার নিত্যদিনের কাজের মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখে।

এসো নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি

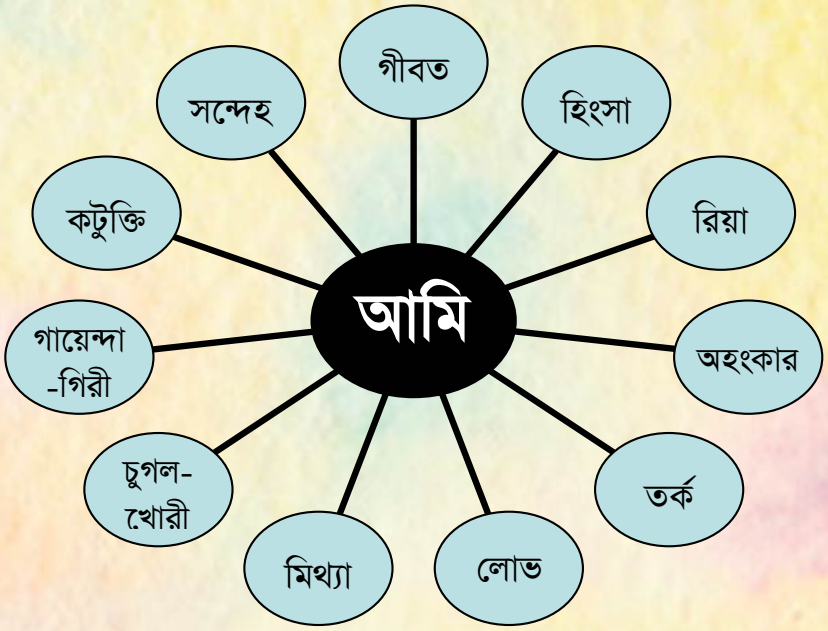

খুব গভীরভাবে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করি, উপরের দোষত্রুটিগুলো আমার মধ্যে কোনটা কতটুকু আছে এবং নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা কমিয়ে নিয়ে আসি এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।

আমাদের একটা বদঅভ্যাস আমরা নিজের চেয়ে অন্যকে নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই। সাধারণত নিজের দিকে না তাকিয়ে শুধু অন্যে কি করল সেটার দিকে বেশী জোর দেই। এবং নিজে সংশোধন না হয়ে অপরকে বেশী বেশী উপদেশ দিতে পছন্দ করি। আর কেউ যদি ভাল মনে করে আমার ভুল ধরিয়ে দেয় তাহলে তার উপর ক্ষেপে যাই। সূরা বাকারার ৪৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাকো অথচ তোমরা কুরআন পড়ো। তোমরা কি ভাবো না?"

তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে আরো বলেন ঃ *"হে ঈমানদারগণ তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা করো না? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃনা উদ্রেককারী যে তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা করো না।" (সূরা সফ ঃ ২-৩)*

ভুল করলে ভুল স্বীকার করে নেয়া

ভুল করলে ভুল স্বীকার না করাটা দ্বিতীয় ভুল। সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, ভুল করেও মনে করা যে, আমি ভুল করিনি। ভুল করে বসা এক অভিজ্ঞতা, কিন্তু দ্বিতীয়বার করা বোকামী। যদি ভুল করেই ফেলি, তবে তা সংশোধনের জন্য বিলম্ব ও লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। ভুল-ভ্রান্তি নিয়েই জীবন। অতএব সেই ভুলকে প্রাধান্য দিয়ে বাকী জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোন যুক্তি নেই। ভুল হয়ে গেলে সেই ভুলের মোকাবিলা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ঃ

১. দ্রুত ভুল স্বীকার করে নেয়া।
২. ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করা।
৩. ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।
৪. ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা।
৫. নিজের ভুলের জন্য অন্য কাউকে দোষ না দেয়া।
৬. ভুলকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য কোন অজুহাত তৈরী না করা।
৭. ভুলকে সঠিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা না করা।
৮ ভুল করে অযথা তর্ক না করা।

সুন্দর ও অসুন্দর কথা

সুন্দর কথাঃ সুন্দর বা সকলের পছন্দনীয়, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কথা বলার ধরণ আমাদের জানা প্রয়োজন। কেননা সুখী পরিবার গঠনে সুন্দর কথা বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য সুন্দর করে কথা বলা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। যেমন ঃ

১) পেচিয়ে কথা না বলে সোজা করে কথা বলতে চেষ্টা করা।
২) সহজ ও সকলের বোধগম্য করে কথা বলা।
৩) সুন্দর সুন্দর শব্দ দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করা, অসুন্দর, অসামাজিক, অশ্লীল মন্দ ভাষাগুলোকে কথা বলার সময় ব্যবহার না করা।
৪) যেকোন কথা প্রকাশ্যে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা উত্তম।
৫) কোমল ভাষায় কথা বলা উত্তম।
৬) সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা।
৭) উপস্থিত শ্রোতার বা যার উদ্দেশ্যে কথা বলা হচ্ছে তা স্পষ্ট ও বোধগম্য করে বলা।
৮) আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ পরিহার করে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা।

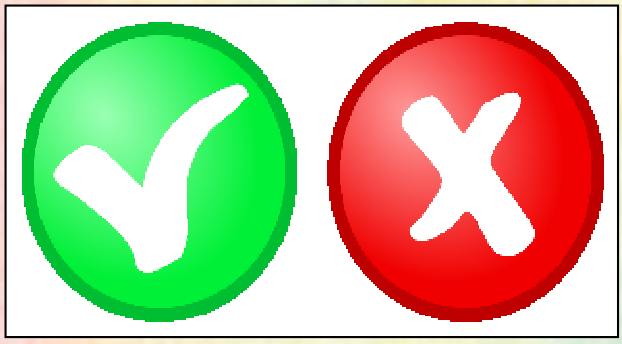

৯) বাসায়, সামাজিক পরিমন্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে একইভাবে সবসময় কথা বলার চেষ্টা করা।

১০) সদালাপী ও মিষ্টভাষী হওয়া।

১১) অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা।

১২) তর্ক-বিতর্ক না করা, তর্কে কোন সমাধান হয় না।

১৩) একজনের পেছনে বা অনুপস্থিতিতে আরেকজনের কাছে তার প্রসঙ্গে মন্দ কথা না বলা। এটা গীবত। এজন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

১৪) কথা বলার সময় মনে রাখা যে, আল্লাহর দেয়া যবানকে আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

১৫) কটু, কর্কশ, রুক্ষ, আঘাত করামূলক, অপমানসূচক কথা না বলা।

১৬) অপ্রাসঙ্গিক, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা।

১৭) শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রূপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা।

১৮) মিথ্যা কথা না বলা কারণ মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী (মা)।

১৯) কারোর নামে অপবাদ না দেয়া, কারণ এমন অপবাদ একসময় নিজের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে।

২০) শপথ না করা কারণ সময়ের ব্যবধানে বিপদ কেটে গেলে বা সুসময়ে সে শপথের কথা অনেকেরই মনে থাকে না। যদিও এটি মানার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর হুকুম রয়েছে।

২১) কথায় কথায় চেঁচামেচি করা, জোরে কথা বলা, মেজাজ গরম করে কথা না বলা।

২২) অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো।

২৩) মেয়েরা মেয়েদের মত, ছেলেরা ছেলেদের মত কথা বলা।

২৪) স্থান-কাল পাত্রভেদে কথা বলা।

২৫) ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা, অশ্লীল, গালি দিয়ে কথা না বলা।

২৬) কখনো কখনো আনন্দদায়ক, বৈধ রসিকতা করে কথা বলা।

২৭) কাউকে গাধা, গর্দভ, বোকা, পাগল-ছাগল, গরু, বলদ ইত্যাদি না বলা।

২৮) লোকজনের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রশংসা করা। বিরোধিতার জন্যে বিরোধিতা না করা।

২৯) যে আমার উপকার করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উত্তম। প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।" (আবু দাউদ)

৩০) সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া, নিজের ব্যাপারে শ্রোতার কোন কথা, কোন পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শ-দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।

৩১) শ্রোতার জন্যে দু'আ করা, নিজের শুভ কামনার কথা তাকে বলা।

৩২) ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে "আমি দুঃখিত" কথাটি বিনয়ের সাথে বলার চেষ্টা করা।

৩৩) সর্বোপরি এমন কথা না বলা যাতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কষ্ট পায়।

অসুন্দর কথাঃ অসুন্দর কথা মানে সর্বত্র অশান্তির বিষ বাস্প ছড়িয়ে দেয়া। অসুন্দর কথার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে অস্থির হয়ে উঠতে পারে পারিবারিক জীবন, নষ্ট হয়ে যেতে পারে দুনিয়ার শান্তি। কিন্তু কিভাবে?

১) অসুন্দর কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।
২) পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ শুরু হয়।
৩) সম্পর্কে ফাটল শুরু হয়।
৪) একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়। বন্ধুত্ব নষ্ট হয়।
৫) প্রতিবেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে চায় না।
৬) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
৭) পরিবারের ভাঙ্গন শুরু হয়, সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৮) রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।
৯) মান-ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট হয়।
১০) সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।
১১) ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।
১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ বিলীন হয়ে যায়।
১৩) সর্বোপরি দুনিয়ায় অশান্তি এবং আখিরাতে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া অবধারিত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং এমন অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিস্তার ঘটানো উচিত সুন্দর করে কথা বলা, আমাদের হওয়া উচিত সদালাপী।

বন্ধুত্ব করবো কার সাথে?

রসূল ﷺ -এর একটা হাদীসের ভাবার্থ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করা যাক। তোমার বন্ধু যদি হয় কামার (যে কাড়িগর লোহার জিনিস তৈরী করে) তাহলে তুমি মাঝেমধ্যেই তার দোকানে গিয়ে আড্ডা দেবে, আর কিছুটা হলেও কামারের দোকানের কয়লার কালি তোমার জামা কাপড়ে লাগবেই। আর তোমার বন্ধু যদি হয় আতরওয়ালা, তাহলেও তুমি মাঝেমধ্যেই তার দোকানে গিয়ে আড্ডা দেবে, আর কিছুটা হলেও তোমার জামা-কাপড়ে আতরের ছিটে-ফোঁটা লাগবেই এবং তোমার শরীর থেকে আতরের ঘ্রাণ আসবে।

মনে হয় এতেই আমরা বুঝে গেছি আমাদের করণীয় কী বা কার সাথে আমরা সম্পর্ক করবো। অর্থাৎ আমার বন্ধু যদি হয় খারাপ তাহলে একদিন না একদিন হলেও সে আমাকে খারাপ পথে নিয়ে ছাড়বে। আবার আমার বন্ধু যদি হয় সলাত আদায়কারী তাহলে সে কোন না কোন একদিন আমাকে মসজিদে নিয়ে ছাড়বে। আবার আমার বান্ধবী যদি হয় পর্দানশীন তাহলে আমাকেও হয়তো একদিন বানাবে পর্দানশীন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) আল্লাহ মু'মিনদেরকে সাতটি গুণ অর্জন করতে বলেছেন সেগুলো কী কী?

খ) ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারী এবং পুরুষের চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

গ) আত্মসমালোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের দোষ ত্রুটি কিভাবে সংশোধন করতে পারি?

ঘ) ভুল হয়ে গেলে সেই ভুলের মোকাবিলা করার উপায়গুলো কী কী?

ঙ) বন্ধুত্ব কার সাথে করা উচিত?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) মু'মিনের চরিত্রের কয়টি গুণ?

i) ৩টি ii) ৪টি iii) ৫টি iv) ৭টি

খ) যাকাত ইসলামের কয়টি মৌলিক বিষয়ের ১টি?

i) ২টি ii) ৩টি iii) ৪টি iv) ৫টি

গ) আমানত কয় প্রকার?

i) ২ ii) ৩ iii) ৪ iv) ৫

ঘ) ওয়াদা পূর্ণ করা কি?

i) ফরয ii) বাধ্য iii) ঈমানী দায়িত্ব iv) কোনটাই না

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) 'খুশয়ু' এর সাথে _____ আদায় করা।

খ) সলাত মু'মিনের প্রথম মৌলিক _____ ।

গ) আল্লাহ্ তা'আলা সলাত আদায়ের সাথে _____ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘ) আমাদের বন্ধু যদি হয় খারাপ তাহলে একদিন না একদিন হলেও সে আমাকে _____পথে নিয়ে ছাড়বে।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) প্রয়োজনীয় কথা না বলে চুপ থাকা উত্তম।

খ) স্বইচ্ছায় যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য।

গ) একজন মু'মিন ব্যক্তি কোন ওয়াদা করলে সে ওয়াদা পালন করা তার জন্য সুন্নাত হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ) সুন্দর কথার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) সলাতে সাজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং	ক) সে নিজেকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে রক্ষা করবে।
খ) সলাতে যত্নবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের জন্য ভেবে নিজের জীবনে	খ) আর কর্মে থাকবে স্বচ্ছতা।
গ) একজন পূর্ণ ঈমানদারের বৈশিষ্ট হলো	গ) ডানে বামে তাকানো যাবে না।
ঘ) কথা বলবে ভেবে চিন্তে	ঘ) পাঁচ ওয়াক্ত সলাতকে সব সময় চালু রাখা।
ঙ) আল্লাহ্ যা করতে বলেছেন তা করব	ঙ) আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা করবো না।

অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, পরনিন্দা, পরচর্চা, গর্ব ও অহংকার এবং হিংসা না করা

উপরের অসৎগুণগুলো আমাদের চরিত্রের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসেন না।" (সূরা লুকমান ঃ ১৮)

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

"সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়।" (সূরা হুমাযা ঃ ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! খুব বেশী কু-ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা অনেক কু-ধারণা গুনাহর নামান্তর। অন্যের অবস্থা জানবার জন্য সন্ধান করো না।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

"তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমিনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩৭)

"যার অন্তরে সরিষার সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষার সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না।" (সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না; পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধানে লেগে যেয়ো না। পরস্পর হিংসা পোষণ করো না; যোগাযোগ বন্ধ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই-ভাই হয়ে থাকো, যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি এখানে (এই বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করলেন)। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলিমের

জন্য প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহরার দিকে দৃষ্টি দিবেন না। বরং দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর ও আমালের প্রতি। (সহীহ্ মুসলিম)

চুগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিনতি

চুগলখোরী ও গীবত কী ঃ একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেয়ার নাম চুগলখোরী। চুগলখোরী ফার্সি শব্দ।

গীবত আরবী শব্দ যার অর্থ পরনিন্দা, কুৎসা রটনা করা, অন্যের দোষত্রুটির কথা প্রকাশ করা। কারো অনুপস্থিতিতে এমন কোন দোষের কথা বলা যা সে শুনলে মনে কষ্ট ও দুঃখ পাবে। কাউকে ইঙ্গিত করে কটাক্ষ করে কথা বলাও যাবে না, কেননা এটা গীবতের অন্তর্ভূক্ত। গীবত যে আগুন জ্বালায় চুগলখোর তাকে বিস্তৃত করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা একটা মারাত্মক অপরাধ।

চুগলখোরীর পরিণতি জাহান্নাম ঃ রসুল ﷺ বলেছেন, চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো, চুগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক (মুসনাদে আহমাদ)।

গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি ঃ গীবতকারী দুইদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন ঃ যার গীবত করা হয় তার গুনাহসমুহ গীবতকারীর আমলনামায় লিখে দেয়া হয় এবং গীবতকারীর আমলনামা থেকে পূণ্য নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়। অর্থাৎ যার গীবত করা হয় সে তার নিজের অজান্তে দুই দিক থেকেই লাভবান হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো ওটার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

"দুর্ভোগ (কঠিন শাস্তি) ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের গীবত বা পরনিন্দা করে।" (সূরা হুমাযাহ ঃ ১)

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

"তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।" (সূরা আল-কাসাস ঃ ৫৫)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে আমি একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। লোকগুলোর তামার নখ ছিল, ঐগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি বললাম, জিবরাঈল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরা কারা? জিবরাঈল (আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এরা তারাই যারা মানুষের মাংস খেতো অর্থাৎ গীবত করতো এবং মানীদের অসম্মান করতো। (আবূ দাউদ)

যেসব কারণে গীবত চর্চা হয়

১) রাগের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে থাকলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ কেউ গীবতে লিপ্ত হয়ে পরে যেমন, কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয়।

৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুক এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

৫) অহঙ্কার ও গর্বের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের হীন ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সেই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জানে।

৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে।

৭) হাসি-তামাসা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো কারো

গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

রিয়া (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কিছু করা)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য যা সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হল আশ-শিরক আল-আসগর (ছোট শিরক)।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন "হে আল্লাহর রসূল, ছোট শিরক কি?" তিনি উত্তর দিলেন, "আর-রিয়া"– লোক দেখানো বা জাহির করা, কারণ নিশ্চয়ই শেষ বিচারের দিনে মানুষ তার পুরস্কার গ্রহণের সময় আল্লাহ বলবেন, "দুনিয়ার জগতে যাদের কাছে তুমি নিজেকে প্রকাশ করেছিলে তাদের কাছে যাও এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোন পুরষ্কার পাও কি না।" (আহমদ)

বিভিন্ন ধরনের ভাল কাজের মধ্যে অন্যকে দেখানোর এবং প্রশংসিত হবার জন্য যে ধরনের কাজ অনুশীলন করে থাকে এই কাজগুলো হলো 'রিয়া'। তাই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কিছুই করা যাবে না। তা হলে আল্লাহর কাছে পুরষ্কার তো দূরের কথা তা হয়ে যাবে 'রিয়া' যা কবীরাহ গুনাহ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মুনাফিকী স্বভাব মানুষের সৎ আমল নষ্ট করে দেয়

মুনাফিকের চরিত্রে ৪ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

১. সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে।
২. সে যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে।
৩. তার নিকট যখন কোন জিনিস আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত (আত্মসাৎ) করে।
৪. যখন একে অপরে ঝগড়া লাগে তখন সে কুৎসিত গালাগালি করে।

যারা মুসলিম নাম ধারণ করে মুনাফিকের মত আচরণ করে তারা কাফির হতেও খারাপ। তারা যে কোন সময় মানুষকে যে কোন ধরনের ফাঁদে ফেলতে পারে। তারা কথা বলার সময় ভাল কথা বলে আর আচরণ করার সময় খারাপ আচরণ করে। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫)।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, পরনিন্দা, পরচর্চা, গর্ব ও অহংকার এবং হিংসা করা এ সব সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে?

খ) চুগলখোর ও গীবতকারীর পরিণতি কী এ সম্পর্কে লিখ? যে সব কারণে গীবত চর্চা হয় সেসব সম্পর্কে লিখ।

গ) রিয়া কী? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ঘ) মুনাফিকের চরিত্রে কয়টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? সেগুলো কী কী?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) চুগলখোরী কোন শব্দ থেকে এসেছে?

i) আরবী ii) ফার্সি iii) তুর্কি iv) কোনটাই না

খ) গীবত কোন শব্দ থেকে এসেছে?

i) আরবী ii) তুর্কি iii) ফাসি iv) কোনটাই না

গ) গীবত অর্থ কী?

i) পরনিন্দা ii) অন্যের দোষ-ত্রুটির কথা প্রকাশ করা iii) কুৎসা রটনা করা iv) উপরের সবগুলোই

ঘ) মুনাফিকের চরিত্রে কয় ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

i) ১ ii) ২ iii) ৩ iv) ৪

৩। শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

ক) যার গীবত করা হয় সে তার নিজের অজান্তে _____ দিক থেকেই লাভবান হয়।

খ) রসূল ﷺ বলেছেন চুগলখোর _____ প্রবেশ করতে পারবে না।

গ) প্রতিহিংসার কারণেও _____ হয়ে থাকে।

ঘ) মুনাফিকের স্বভাব মানুষের _____ আমল নষ্ট করে দেয়।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) যার অন্তরে সরিষার সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে।

খ) কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে না।

গ) গীবতকারী দুইদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ঘ) মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো সত্য কথা বলা।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) পরস্পর হিংসা পোষণ করো না	ক) করা যাবে না।
খ) মহান আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবেন না	খ) সে যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন তা ভঙ্গ করে।
গ) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও	গ) বরং দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।
ঘ) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন কিছু	ঘ) কেউ ভালো বাসে না।
ঙ) মুনাফিকের হয় বৈশিষ্ট্য হল	ঙ) গীবত চর্চা হতে পারে।
চ) যে ব্যক্তি খিয়ানত করে	চ) যোগযোগ বন্ধ করো না।

একটি ভাল অভ্যাস

কেউ যদি আমার কোন কাজের ব্যাপারে, অভ্যাসের ব্যাপারে বা আচরণের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক ভুল ধরিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। যে ব্যক্তি আমাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে এবং অনেক চেষ্টার ফলেই আমাকে আমার কাজের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাহস করেছে। তাকে ধমক দেয়া উচিত হবে না। তাকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। সে তো আমার বড় একটা উপকার করার চেষ্টা করেছে। তার সাহসের ফলেই আমি একটি দোষ হতে মুক্ত হবার সুযোগ পেলাম। যে লোকটি আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিলেন সেই সত্যিকারের বন্ধু। তাকে সম্মান করা উচিত, ধন্যবাদ দেয়া উচিত ও তার জন্য দু'আ করা উচিত।

তাড়াহুড়া না করা

কোন কাজেই তাড়াহুড়া করা ঠিক না। গুরুত্ব সহকারে সময়মতো কাজ শুরু করা উচিত, প্ল্যানমতো ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া উচিত, কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজ মনোযোগকে অন্যদিকে যেতে দেয়া যাবে না। দেখা যাবে তাড়াহুড়া ছাড়াই কাজটি সমাধা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তবে প্ল্যানটা হতে হবে নিখুঁত এবং কাজের গতি হতে হবে প্রফেশনাল, অলস বা ঢিলেঢালা নয়।

দেরীতে শুরু করলে, প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করার আগেই কাজে হাত দিলে অগ্রগতির হার কম হতে বাধ্য যার ফলে তাড়াহুড়া করতে হয়। তাড়াহুড়া করলে কাজে ভুল হয়, আরো দেরী হয়। অন্য যে কথাটি সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন সেটা হলো লাইফ ইজ নট অ্যান ইমার্জেন্সি, সব কাজেই একটা তাড়া, একটা ব্যস্ততা জীবনে অশান্তি এবং ব্যর্থতা ডেকে আনে। Go easy. One step at a time.

অন্যের দোষ অনুসন্ধান না করা

যদি বিবাদ না করে শান্তিতে জীবন কাটাতে চাই তাহলে অপরের দোষ অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকা উচিত, অন্যের বিরূপ সমালোচনা থেকে দূরে থাকা খুবই জরুরী। শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, অকারণে দুর্ভাবনার কবল থেকে মুক্ত থাকা যাবে; অন্যান্য প্রয়োজনীয়, সৃজনশীল কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ বেশী পাওয়া যাবে। এর জন্যে চাই বাকসংযম; কখন কথা বলতে হবে, কখন চুপ থাকতে হবে সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। এখানে আবেগের স্থান নেই, প্রয়োজন বিচক্ষণতার। অন্যের দেয়া উস্কানিও উপেক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমার মতো অন্যদেরও আপন রুচি-পছন্দমতো চলার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে কুরআনে বলেছেন ঃ *"ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে (সামনা-সামনি) ধিক্কার দেয় ও (পেছনে) নিন্দা করে বেড়ায়।" (সূরা হুমাযাহ ঃ ১)*

অন্যের প্রশংসা করা ও আত্মপ্রশংসা না করা

প্রশংসা একটি লোভনীয় বস্তু। আমরা আমাদের নিজেদের প্রশংসা অন্যদের মুখে শুনতে বড় ভালবাসি। তবে প্রশংসাটা যেন আমাদের মনে গর্ব-অহংকার অথবা অন্যদের হেয় দৃষ্টিতে দেখার বাসনা সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান ঃ ১৮)

অন্যদিকে আমরা আত্মপ্রশংসা করতেও ভালবাসি। যেমন ঃ দান-সদাকা, বিভিন্নরকম সাহায্য-সহযোগিতা, ডিগ্রি অর্জন ইত্যাদি করেই আমাদের অনেকেই সেটাকে বিভিন্ন পরিবেশে বারবার ফলাও করে বলে বেড়াই, প্রশংসা কুড়াবার চেষ্টা করি। এটা খুবই নিন্দনীয় স্বভাব, এটা পরিত্যাগ করা উচিত। এধরনের আত্মপ্রশংসা সেই সৎকর্মটুকুর সম্পূর্ণ মাধুর্যটাই ধ্বংস করে ফেলে।

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা

সচ্চরিত্র গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অত্যন্ত জরুরী। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। সে যে কোন অসৎ কাজ করতে পারে, আর এজন্যই বলা হয়, যার লজ্জা-শরম নেই তার ঈমানও নেই। কারণ লজ্জা ও শালীনতাবোধ মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।" (সহীহ বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "লজ্জা ও ঈমান সবর্দা পরস্পর সাথী হয়ে থাকে। যখন এর একটি বিলুপ্ত হয়, অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়।" (বায়হাকী)।

অন্যত্র রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ গুণে গুণান্বিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (তিরমিযী)

মূলতঃ লজ্জাবোধ মানবজাতির একটি অন্যতম গুণ। এ প্রসংগে রসূল ﷺ বলেন ঃ লজ্জা এমন একটি গুণ যার ফলে সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়। নাবী কারীম ﷺ বলেন ঃ "লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে।" (সহীহ বুখারী) লজ্জাহীন লোক ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে পারে, কোন কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।" (সহীহ বুখারী)

"আরা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না।" (সূরা আনআম ঃ ১৫১)

উক্ত আয়াতে 'অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে সব কাজ ও কাজের উৎস অশ্লীলতা ও পাপাচারের সাথে সম্পৃক্ত বা সেদিকে নিয়ে যায় তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে অশ্লীল গান-বাদ্য, বিনোদন, ম্যাগাজিন, হিন্দি নাচ-গান, সিনেমা ইত্যাদিও এর মধ্যে শামিল।

প্রতিটি মুসলিম মেয়ের পর্দা করা সলাতের মতোই ফরয

পর্দার মূল লক্ষ্য

ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই হিযাব বা পর্দা। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই পর্দা ফরয। পর্দা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনুল কারীমে বলেছেন ঃ

হে বনী আদম! আমি তোমাদেরকে লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্যে তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি, (বেশভূষার তুলনায়) আল্লাহ-ভীতির পরিচ্ছদই সর্বোত্তম পরিচ্ছদ, এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবত মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা আরাফ ঃ ২৬)

পর্দার মূল উদ্দেশ্য নারীকে পুরুষের অবাঞ্ছিত আকর্ষণ হতে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। এ কারণেই আল-কুরআনে যুবতীদের চেয়ে বৃদ্ধাদের পর্দার গুরুত্ব কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নারীদের চেহারা সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে নারীদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কণ্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে।

পুরুষদের থেকে মেয়েদেরকে যেমন পর্দা করতে বলা হয়েছে অনুরূপভাবে মেয়েদের থেকেও পুরুষদেরকে পর্দা করতে বলা হয়েছে। কারণ কোনো নারীকে দেখে যেমন কোনো পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে তেমনি কোনো নারীও কোনো পুরুষকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুচিন্তা করতে পারে। একজন পুরুষের জন্য কোনো পরনারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ তেমনি একজন নারীর জন্য আগ্রহ ভরে পরপুরুষকে দেখাও পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে আগ্রহ নিয়ে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে।

পর্দার শর্তসমূহ

১) হিজাব (পর্দা) হবে এমন লম্বা কাপড় যা পুরো শরীরটাকে ঢেকে দিবে।
২) হিজাব হবে মোটা কাপড়ের যার মধ্যদিয়ে শরীরের কোন কিছু দেখা বা বুঝা যাবে না।
৩) কাপড় হবে সাধারণ, কারুকার্য বিহীন। *"তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশিত না করে কেবল তা ছাড়া, যা আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে যায়।" (সূরা নূর ঃ ৩১)।*
৪) টাইট হবে না বরং ঢিলেঢালা হবে যাতে করে শরীরের গঠন বুঝা না যায়।
৫) ড্রেস প্রসিদ্ধ হবে না।
৬) ড্রেসের মধ্যে পারফিউম লাগানো যাবে না।
৭) ছেলেদের ড্রেসের মত হবে না।
৮) স্বাবালিকা বয়স থেকে একটি মেয়েকে পর্দা করতে হবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) তাড়াহুড়া করে কাজ করা কী ঠিক?
খ) অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা কী উচিত? এ সম্পর্কে আল-কুরআনে কী বলা হয়েছে?
গ) নিজের প্রশংসা শুনে গর্ব-অহংকার করা সম্পর্কে সূরা-লোকমানের ১৮নং আয়াতে কী বলা হয়েছে তা লিখ?
ঘ) সচ্চরিত্র গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ থাকা কী?
ঙ) পর্দার মূল উদ্দেশ্য কী? পর্দার শর্তসমূহ কী কী?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) আমাদের কোন কাজ করার সময় তা কী ভাবে করতে হবে?
i) একভাবে করলেই হলো ii) তাড়াহুড়া করে iii) ধীরস্থির ভাবে iv) কোনটাই না
খ) যার লজ্জা শরম নেই তার কী নেই?
i) আক্বীদা ii) ঈমান iii) ১ ও ২ উভয়ই iv) কোনটাই না
গ) প্রতিটি মুসলিম মেয়ের পর্দা করা কী?
i) সুন্নাত ii) ওয়াজিব iii) নফল iv) ফরয
ঘ) কোন বয়স থেকে একটি মেয়েকে পর্দা করতে হবে?
i) ৭ ii) ১০ iii) ১৩ iv) ১৮

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) তাড়াহুড়া করলে কাজে ভুল হয়, আরো _____ হয় ।
খ) অন্যের দোষ যেন _____ না করি ।
গ) আত্মপ্রশংসা সেই সৎ কর্মটুকুর সম্পূর্ণ মাধুর্যটাই _____ করে ফেলে ।
ঘ) লজ্জাহীন ব্যক্তি _____ সমতুল্য ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) আমার কোন ভুল যদি কেউ ধরেই বসে তাহলে চটে যাওয়া উচিত হবে না ।
খ) যে কোন কাজ তাড়াহুড়া করে করা উচিত ।
গ) অপরের দোষ অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকা উচিত ।
ঘ) নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই পর্দা ফরয ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) যে লোকটি আমার ভুল ধরায়ে দিয়ে সংশোধনের সুযোগ করে দিলেন	ক) অশ্লীলতা ও অসৎকর্ম থেকে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার ।
খ) সব কাজেই একটা তাড়া, একটা ব্যস্ততা	খ) কম বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।
গ) লজ্জা ও শালীনতাবোধ মানুষকে সকল প্রকার	গ) সেই সত্যিকারের বন্ধু ।
ঘ) আল-কুরআনে যুবতীদের চেয়ে বৃদ্ধাদের পর্দার গুরুত্ব	ঘ) জীবনে অশান্তি এবং ব্যর্থতা ডেকে আনে ।

সত্য–মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে হবে

সত্য ভাল এবং মিথ্যা খারাপ। দু'জন ফিরিশতা বা লেখক আমাদের দুই কাঁধে বসে নিদ্রাহীন ও বিরতিহীনভাবে আমাদের সকল কাজ রেকর্ড করে রাখছেন। একদিন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সে খাতা খুলে দেখাবেন আমরা কি কি কাজ করেছি। লেখকগণ সম্মানিত ও সৎ। বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু লেখার ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব আমরা যা কিছুই করি না কেন ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি যাচাই করে দেখা উচিত, অন্যায় হতে বিরত থাকা উচিত।

কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলা

কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলা। পরিস্থিতি যাই হোক সর্বদা প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে। স্কুলের কোন ঘটনা, বন্ধুদের সাথে অপ্রীতিকর কিছু, প্রতিবেশীর সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সত্য কথাটি যেন আমরা পিতা-মাতাদের কাছে উপস্থাপন করি। যদি অন্যায় করে থাকি, তা না লুকিয়ে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে।

মানুষের হক (অধিকার) আদায় না করলে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না

পরকালের জীবনকে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তাদেরকে অবশ্যই বান্দার হকগুলি আদায় করতে হবে। কারণ আল্লাহর হক বহুক্ষেত্রে আল্লাহ মাফ করবেন কিন্তু বান্দার অনাদায়কৃত হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ মাফ করবেন না। হাঁ তবে যদি কোন বান্দার নিকট কোন ব্যাপারে কেউ দায়ী থাকেন আর যদি হাজারও চেষ্টা করে দায়মুক্ত হতে না পারেন তবে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আর যদি এমন হয় যে হাজার চেষ্টা করেও কোন প্রকারেই সম্ভব হল না দায় পরিশোধ করার অথবা ক্ষমা চাওয়ার, এ অবস্থায় আল্লাহ দেখবেন তার দায়মুক্ত হওয়ার জন্যে মনের পেরেশানি কি পরিমাণ ছিল। এটা দেখে মেহেরবান আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের পক্ষ হতে দায় মুক্ত করে দিতে পারেন। তবে এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি এরূপ করেন তবে তিনি যার নিকট দায়ী ছিলেন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি একে মাফ করে দাও তার পরিবর্তে আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি। একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে পুরোপুরি, তবে আল্লাহর বিধানকে ফাঁকি দিয়ে নয়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে ফেরত দিতে"। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৫৮)

পরকালে আল্লাহ মাফ করবেন এই নিয়তে যারা পরের হক নষ্ট করবেন তারা খুবই ভুল করবেন, নিজেকে নিজেই

ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন। মনে রাখতে হবে যে সেখানে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে এবং যিনি মনের খবর রাখেন তিনি অবস্থা মুতাবেক বিবেচনা করবেন। কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁকিবাজি থাকলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে এমন কোন ওয়াদা আল্লাহর নেই। তাই আর কোন অপরাধে নয় শুধুমাত্র অন্যের হক নষ্ট করার কারণেই বহু লোককে জাহান্নামে যেতে হবে। মানুষের প্রতি মানুষের হককে প্রথমতঃ আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই আটটি শ্রেণীবিভাগে কার কতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য তা আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন।

১) নিকট আত্মীয়ের হক
২) দূর আত্মীয়ের হক
৩) প্রতিবেশীর হক
৪) দেশবাসীর হক
৫) সরকারের হক
৬) সাধারণ মুসলিমের হক
৭) অভাবী লোকের হক
৮) অমুসলিমদের হক

একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তাঁর কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন যে ঃ *"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার"। (সুরা হুজুরাত ঃ ১০)*

অপরদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস পড়লে দেখতে পাই সেখানে মু'মিন মুসলিমগণ পরস্পর ভাই হিসেবে একের প্রতি অপরের দায়িত্ব কর্তব্য কি তার বিশদ বর্ণনা।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিমের ভাই। তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) এক ভাই অপর ভাইয়ের কোন ক্ষতি করবে না;
(২) তার সংগে শত্রুতা করবে না, তাকে পরিত্যাগ করবে না;
(৩) তার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না;
(৪) তার সংগে মিথ্যা বলবে না;
(৫) তাকে লজ্জিত, অপদস্থ অথবা অপমানিত করবে না;
(৬) তার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করবে না;
(৭) যে তার ভাইয়ের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে আল্লাহ হাশরের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন;
(৮) যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে হাশরের দিনে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন;
(৯) যে তার ভাইয়ের বিপদাপদে সাহায্য করবে হাশরের দিনে আল্লাহ তার বিপদাপদ দূর করবেন;

(১০) একজন মুসলিমের মান-ইজ্জত, ধনসম্পদ, রক্ত ইত্যাদি যাবতীয় কিছু অন্য একজন মুসলিমের জন্যে হারাম (অলংঘনীয়, পবিত্র, sacrosanct, inviolable) এবং তাকওয়া হচ্ছে এইখানে (এই কথাগুলো বলার সময় রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের বুকের দিকে হাতের আংগুল দিয়ে তিনবার ইশারা করলেন ।);

(১১) একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের আরো কর্তব্য রয়েছে, যথা-

ক) তাকে সালাম দেয়া ও তার সালামের জবাব দেয়া;

খ) সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া;

গ) মৃত্যুর পর তার জানাজার সংগে যাওয়া এবং জানাজার সলাত পড়া;

ঘ) সে দাওয়াত দিলে তা কবুল করা;

ঙ) সে হাঁচি দিয়ে যখন "আলহামদুলিল্লাহ" বলে তখন তার জবাবে "ইয়ারহামুক আল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলা;

চ) সে কোন পরামর্শ চাইলে তাকে সৎপরামর্শ দেয়া;

ছ) প্রতিজ্ঞা পালন করা ।

বিভিন্ন স্টারদের অনুসরন করা যাবে না

- অনেক ছেলেমেয়েরা ক্রিকেট তারকাদেরকে শয়নে-স্বপনে ধারণ করে, তাদের ছবি বালিশের নিচে নিয়ে ঘুমায়, তাদের পোষ্টার নিজ রুমের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে যা আপত্তিকর এবং অবশ্যই এই কাজ করা যাবে না ।

- অনেক ছেলেমেয়েরা ইন্ডিয়ান নায়ক-নায়িকাদের পোষ্টার এবং হলিউডের নায়ক-নায়িকাদের পোষ্টার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখে যা ঠিক নয়, এবং এই কাজ অবশ্যই করা যাবে না ।

- কোথাও একটি কন্সার্ট হলে সেখানে লাইন দিয়ে উচ্চ মূল্য দিয়ে অনেক ছেলেমেয়েরাই টিকেট কিনে তা উপভোগ করে অনেক রাতে বাসায় ফিরে যা অবশ্যই করা যাবে না । কন্সার্ট দেখতে গিয়ে গানের সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা একাকার হয়ে লাফালাফি করে যা আপত্তিকর । এছাড়া কোন মুসলিম ছেলে বা মেয়ে কোন আধুনিক গায়কের আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে না, পারবে না কোন নেতা নেত্রীকে অনুসরণ করতে ।

- যদি কাউকে অনুসরণ করতেই হয় তাহলে করতে হবে রসূল ﷺ -কে, তিনিই একমাত্র মুসলিম জাতির নেতা, তিনিই একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ মানুষ । আসলে প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য রসূল ﷺ -কে অনুসরণ করা ফরয অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য ।

ছেলেমেয়েদের আপত্তিজনক ফান ও ইভ টিজিং নিষেধ

- অনেক ছেলেমেয়েরাই একত্রে বসে যখন আড্ডা দেয় তখন তারা নানা রকম ফান করে থাকে । ফানেরও একটি লিমিট আছে, কিন্তু দেখা যায় যে তারা লিমিট ছাড়িয়ে আপত্তিজনক

ফান করতে থাকে।

- যেমন, আল্লাহ-রসূলকে নিয়ে তারা নানা রকম কটুক্তি করে। কুরআনকে নিয়ে ফান করে। রসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলে। সলাত-সিয়াম-হাজ্জ নিয়ে বাজে মন্তব্য পর্যন্ত তারা করে। এখানেই শেষ নয়, তারা একে অপরের পিতা-মাতাকে নিয়েও ফান করে, মুরুব্বীদের নিয়ে ফান করে, মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনকে নিয়ে ফান করে, আলেম-ওলামাদের নিয়ে ফান করে, বোরকা পরিহিতা মহিলাদের নিয়ে ফান করে, নিকাব করা মহিলাদের নিয়ে ফান করে, দাড়ি-টুপি নিয়ে ফান করে।

- তাই উপরোক্ত ফান থেকে খুবই সাবধান থাকতে হবে। এমন ফান করা যাবে না যা থেকে প্রচন্ড গুনাহগার হতে হয়।

- কোন মেয়েকে দেখে ইভ টিজিং করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। এই কাজ কেউ করলে তাকে প্রচন্ড গুনাহগার হতে হবে এবং আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে।

প্র্যাঙ্ক (Prank) করা নিষেধ

আজকাল অনেক ছেলেমেয়েরাই মজা করার উদ্দেশ্যে প্র্যাঙ্কের নামে গোপনে মানুষের নানা রকম ভিডিও করে থাকে, পথে-ঘাটে নানা রকম কাজকর্ম করে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে, মানুষকে বিব্রত করে, মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয় এবং সেই সকল ঘটনা গোপনে ঐ ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে ভিডিও করে তা আবার ইউটিউবে আপলোড করে দেয়। এই ধরণের কাজ ইসলামে নিষেধ এবং সমাজে ঘৃণিত।

মনে রাখতে হবে কারো অনুমতি না নিয়ে তার কোন ভিডিও রেকর্ড করা যাবে না, যদি কেউ এই কাজ করে তা হলে সে আইনত দন্ডনীয়। আরো জঘন্নতম কাজ হচ্ছে এই প্র্যাঙ্কের নাম করে ছেলেরা রাস্তা-ঘাটে, শপিং মলে, পার্কে অন্য মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে থাকে, আবার কেউ হয়তো কোন জরুরী কাজে যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে হঠাৎ করে তার গায়ে রং জাতীয় কিছু একটা লাগিয়ে দেয়া হলো। এই ধরণের প্র্যাঙ্ক নামের ফান গোপনে ভিডিও করে তা ইউটিউবে আপলোড করা খুবই দুঃখজনক। এই ধরণের প্র্যাঙ্ক করা থেকে ছেলেমেয়েদের দূরে থাকতে হবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) কোন অবস্থাতেই কী বলা যাবে না?
খ) বান্দার অনাদায়কৃত হক আল্লাহ্ কখনো কী করবেন না?
গ) মানুষের প্রতি মানুষের হককে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তা কী কী?
ঘ) একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর?

২। বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

ক) কয়জন ফিরিশতা আমাদের সকল কাজ রেকর্ড করে রাখছেন?
i) ১ জন ii) ২ জন iii) ৩ জন iv) ৪ জন
খ) মানুষের প্রতি মানুষের হককে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
i) ৩ টি ii) ৫ টি iii) ৭ টি iv) ৮ টি
গ) প্রতিটি মুসলিম মেয়ের পর্দা করা কী?
i) সুন্নাত ii) ওয়াজিব iii) নফল iv) ফরয
ঘ) আমরা কাকে অনুসরণ করব?
i) নায়ক-নায়িকা ii) গায়ক-গায়িকা iii) রসূল ﷺ iv) ১ ও ২ উভয়ই

৩। শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

ক) পরিস্থিতি যাই হোক না কেন কোন অবস্থাতেই _____ বলা যাবে না।
খ) পরকালের জীবনকে যারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তাদেরকে অবশ্যই বান্দার হকগুলি _____ করতে হবে।
গ) রসূল ﷺ বলেছেন, একজন মুসলিম অপর একজন মুসলিমের _____ ।
ঘ) এমন ফান করা যাবে না যা থেকে প্রচন্ড _____ হতে হয়।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) পরিস্থিতি যাই হোক সর্বদা প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে।
খ) অন্যের হক নষ্ট করার কারণে বহু লোককে জান্নাতে যেতে হবে।
গ) এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে সে কোন পরামর্শ চাইলে তাকে সৎ পরামর্শ দেয়া।
ঘ) প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য রসূল ﷺ -কে অনুসরণ করা সুন্নাত ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) আমরা যা কিছুই করি না কেন ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি যাচাই করে দেখা উচিত	ক) আল্লাহ হাশরের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।
খ) অনাদায়কৃত মানুষের হক	খ) অন্যায় হতে বিরত থাকা উচিত।
গ) একজন মুসলিমের প্রতি অপর একজন মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে	গ) রসূল ﷺ -কে অনুসরণ করতে হবে।
ঘ) যে তার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে	ঘ) আল্লাহ্ কখনো ক্ষমা করাবেন না।
ঙ) যদি কাউকে অনুসরণ করতেই হয় তাহলে	ঙ) তাকে সালাম দেয়া ও তার সালামের জবাব দেয়া।

ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম

আমরা জানি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না।" (সহীহ বুখারী)

রিযিক একমাত্র আল্লাহর হাতে

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামিন বলছেন রিযিকের মালিক একমাত্র তিনি। আর আমরা তার উল্টোটা করছি। অর্থাৎ রিযিকের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছি। অথচ সূরা ইসরার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন ঃ

"নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন, যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

"তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।"
(সূরা আন-নাজম ঃ ৪৮)

"মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করবে বলে তোমরা যে সুদ দাও, মূলত আল্লার কাছে তাতে সম্পদ মোটেই বৃদ্ধি পায় না কিন্তু তোমরা যে যাকাত আদায় কর একমাত্র আল্লার চেহারা লাভ করার উদ্দেশ্যে তা অবশ্যই বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।" (সূরা রুম ঃ ৩৯)

আমরা মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে পারছিনা, অর্থের লোভে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি, যে দিকে যা পাচ্ছি বাছবিচার না করে তাই পকেটে ভরছি। পরিণাম না ভেবে অকাতরে হারাম খাচ্ছি। আমাদের সাবধান হতে হবে।

সুদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

- *"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর, আগের (সুদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৮)*

- *"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০)*

- *"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর চেহারা লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।" (সূরা রুম ঃ ৩৯)*

সুদ সম্পর্কে রসূল ﷺ এর নির্দেশ (হাদীস)

১. নিশ্চয়ই আল্লাহর নাবী ﷺ সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২. যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (আহমদ, বায়হাকী)

৩. জাহিলিয়াতের সুদী কারবার রহিত করা হল। আর সর্বপ্রথম আমি রহিত করছি আমাদের নিজেদের অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদী কারবার, তা সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেল। (বিদায় হাজ্জের ভাষণ)

৪. রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি এমন কতগুলো লোকের পাশ দিয়ে এসেছিলাম, যাদের পেট ছিল একটি বিশাল ঘরের মতো, আর সে পেটগুলো ছিল সাপে ভরপুর, যা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো সুদখোর। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ)

৫. সুদের অর্থ জমা করার পরিণাম হয় অস্বচ্ছলতা। অন্য একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ ঃ সুদের অর্থ যতোই অধিক হোক না কেন, অবশেষে তার পরিণতি হয় অস্বচ্ছলতা। (ইবনে মাজাহ ও হাকিম)।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত কী তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরো?

খ) হালাল ইনকাম করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কী বলেছেী?

গ) রিযিকের মালিক কে? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ ।

ঘ) সুদ সম্পর্কে কুরআনে কী বলা হয়েছে? এবং রসূল ﷺ কী বলেছেন?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা কী?

i) সুন্নাত ii) ওয়াজিব iii) ফরয iv) কোনটাই না

খ) রিযিক একমাত্র কার হাতে?

i) মানুষের ii) আল্লাহ্র iii) রসূল ﷺ -এর iv) ফিরিশতার

গ) অন্যের হক নষ্ট করলে তার স্থান কোথায় হবে?

i) জাহান্নামে ii) জান্নাতে iii) দুনিয়াতে সুখে থাকবে iv) কোনটাই না

৩। শূন্য স্থান পূরণ কর ঃ

ক) ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত _____ ইনকাম ।

খ) রিযিকের মালিক _____ ।

গ) সুদ একটি সুস্পষ্ট _____ ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধ্যান করা অবশ্য কর্তব্য ।

খ) রসূল ﷺ বলেছেন, শরীরের যে অংশ হারাম খাদ্য প্রতিপালিত হয়েছে তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।

গ) সুদের অর্থ জমা করার পরিণাম হয় অস্বচ্ছলতা ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) আল্লাহ্কে ভয় কর এবং	ক) নষ্ট করতে পারি না ।
খ) ইসলামের দৃষ্টিতে যিনি ঘুষ খান এবং যিনি ঘুষ দেন	খ) সুদকে হারাম করেছেন ।
গ) একজন মুসলিম হয়ে আমি কারো হক	গ) ছত্রিশ বার ব্যভিচারের পাইতে ও অনেক কঠিন ।
ঘ) আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং	ঘ) বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা করা ।
ঙ) যে ব্যক্তি জেনেশুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ	ঙ) দুজনই কবীরা গুনাহের সাথে জড়িত ।

ঘুষ দেয়া নেয়া, ওজনে কম দেয়া, খারাপ মাল বিক্রয় হারাম

আমরা জানি ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল ইনকাম।

- কোন কাজের জন্য কাউকে ঘুষ দেয়া এবং কারো কোন কাজ করে দেয়ার জন্য ঘুষ নেয়া কুরআন-হাদীসের আলোকে হারাম ইনকাম।
- ফাইল আটকিয়ে কারো নিকট থেকে টাকা নেয়া হারাম ইনকাম।
- কারো নিকট থেকে কোন কাজের জন্য টাকা নিয়ে সেই কাজ না করে দেয়া হারাম ইনকাম।
- কোন জিনিস বিক্রি করার সময় ওজনে কম দিলে তা হবে হারাম ইনকাম।
- কোন জিনিস বিক্রি করার সময় না বলে খারাপ কোয়ালিটি দিলেও তা হবে হারাম ইনকাম।

আমরা আরো জানি হারাম ইনকাম দিয়ে কেনা খাদ্য পেটে গেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন ইবাদত কবুল হয় না। তাহলে সলাত-সিয়াম-হাজ্জ করে লাভ কী?

সম্পদের প্রকৃত মালিকানা কার?

আল্লাহ দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, যাবতীয় সকল কিছুর মালিক মহান আল্লাহ তা'আলা ঃ

"আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর।" (সূরা হাদীদ ঃ ১০)

"আর যা কিছু আসমান ও জমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতি সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৯)

এখানে আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেন ঃ সবই আল্লাহর। অর্থাৎ একজন সম্পদশালী যেন এ কথা মনে না করেন যে তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে অবাধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। সুতরাং পুরো সম্পদটাই তার একান্ত ব্যক্তিগত ও এতে আর কারো ভাগ নেই। আল্লাহ বার বার বলছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি বলে দাও তারা যেন সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে (সংক্ষেপিত) সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩১

অর্থাৎ আল্লাহ দিয়েছেন। চাকুরী, ব্যবসা, অর্থ, ফসল, মুনাফা লাভ সবই আল্লাহ দিয়ে থাকেন। মানুষ কেবল নিজ চেষ্টাবলে সম্পদ অর্জন করতে পারে না। অর্থাৎ আয়-উন্নতির কমতি বা ফুলে-ফেঁপে উঠা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে হয়। এখানে দুই নাম্বারীর কোন পথ খোলা নেই।

কখনও কখনও বৈধ কাজ ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারন হয়ে দাঁড়ায়

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা যেসব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কখনও কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তাই কোন মু'মিনের সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই উপস্থিত থাকবে না; বরং এই বৈধ কাজ কোথাও যেন হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ না হয় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আয়িশা! ছোটখাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও । কেননা এ জন্যও আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে । (ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা ঃ কবিরা গুনাহ যেমন কোন মুসলিমদের মুক্তিলাভকে বিপদগ্রস্ত করে দেয়, তেমনি ছোটখাট গুনাহও কম বিপদ নয় । ছোটখাট গুনাহ বাহ্যত হালকা ও তুচ্ছ মনে হলেও তা বারবার করার কারণে অন্তরাত্মায় মরিচা ধরে যায় এবং কবীরা গুনাহর প্রতি ঘৃণাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায় ।

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে কোন কাজে আসবে না এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের যাকাত দেয়ার প্রশ্নই উঠে না । বরং এ অর্থ বহন করা মানে জলন্ত অঙ্গার বহন করা ।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না । প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না । সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে । আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না । বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন । নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না ।"

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "কোন সম্পদের সাথে যাকাতের সম্পদ মিশ্রিত হলে তা উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয় ।" (সহীহ বুখারী)

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ জীবনে নিয়ে আসতে পারে অশান্তি

- অভাব সবসময় লেগেই থাকতে পারে ।
- একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই থাকতে পারে ।
- যে কোন ধরণের বিপদ আপদ আসতে পারে ।
- আখিরাতে চরম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে ।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "কোন আদম সন্তানই আখিরাতের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক কদমও নড়তে পারবে না ।

১) তার জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?
২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ কোন কাজে লাগিয়েছে?
৩) কোন উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে?
৪) কোন উপায়ে সেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে?
৫) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?"

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) ঘুষ দেয়া নেয়া ও ওজনে কম দেয়া, খারাপ মাল বিক্রয় করা কী এ সম্পর্কে লেখ?
খ) কখন কখনও বৈধ কাজ ও যে অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর?
গ) অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দান করলে তা কী কোন কাজে আসবে এ সম্পর্কে রসূল ﷺ কী বলেছেন?
ঘ) অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ কী জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে তোমার মতামত কী?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) ঘুষ দেয়া ও নেয়া কী?
i) হালাল ii) হারাম iii) কোন গুনাহ্ নাই i) কোনটাই না
খ) হারাম ইনকাম দিয়ে কেনা খাদ্য পেটে গেলে কয় দিন পর্যন্ত কোন ইবাদত কবুল হয় না?
i) ১০ দিন ii) ২০ দিন iii) ৩০ দিন iv) ৪০ দিন
গ) সম্পদের প্রকৃত মালিক কে?
i) নাবী ii) ফিরিশতা iii) মহান আল্লাহ iv) কোনটাই না
ঘ) রসূল ﷺ বলেছেন, কোন আদম সন্তানই আখিরাতের ময়দানে কয়টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক কদমও নড়তে পারবে না?
i) ২ টি il) ৩ টি iii) ৪ টি iv) ৫ টি

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) ফাইল আটকিয়ে কারো নিকট থেকে টাকা নেয়া _____ ইনকাম।
খ) দুই নম্বরী পথের টাকা আল্লাহ্র কোন _____ নেই।
গ) অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের _____ দেয়া যায় না।
ঘ) অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ জীবনে নিয়ে আসতে পারে _____ ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) কোন জিনিস বিক্রি করার সময় না বলে খারাপ কোয়ালিটি দিলেও তা হবে হারাম ইনকাম।
খ) হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ্ সে দান গ্রহণ করেন না।
গ) কখন কখন বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
ঘ) ছোট খাট গুনাহ করলে আল্লাহ্র কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) কোন জিনিস বিক্রি করার সময় ওজনে কম দিলে	ক) তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন।
খ) চাকুরী, ব্যবসা, অর্থ, ফসল, মুনাফা লাভ সবই	খ) তা হবে হারাম ইনকাম।
গ) আল্লাহ্ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না বরং	গ) আল্লাহ্ দিয়ে থাকেন।